প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সী খাতের আওতায় সংস্থানকৃত অর্থ ব্যবহারের নীতিমালা

ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানসহ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর বন্যা, জলোচ্ছাস, খরা, নদী ও উপকূলীয় ভাঙ্গনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থাও এসব দূযোর্গের প্রভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাকৃতিক এ দূর্যোগের কারণে শিক্ষা অবকাঠামো ক্ষতি হওয়ার ফলে পাঠ দান কার্যক্রম প্রায়শইঃ বন্ধ থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারণ যেমন বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর আংশিক বা সম্পূর্ন বিদ্যালয়ের অধিগ্রহণ করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। তাছাড়া, অনেক সময়ে রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অস্থিরতার কারণেও বিদ্যালয়ের পাঠদান পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি সাধিত হয় যা পাঠ দান কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও দুর্যোগকালীন সময় বিদ্যালয় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ফলে পানি, পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা ও আসবাবপত্রের মারাত্নক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

এদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই দুই শিফটে পরিচালনা করার ফলে বর্তমান পাঠ দান সময় সম-পর্যায়ের অনেক দেশ এবং পাঠ দান সময়ের প্রমিতমানদন্ড থেকে অনেক কম। প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট এসব দুর্যোগ যখন শিক্ষার অবকাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন এ বিষয়টি আরো নাজুক অবস্থা ধারণ করে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এসব অবকাঠামো পুনরায় নির্মাণ করার জন্য বেশ কিছু সময় প্রয়োজন হয়। স্থায়ী অবকাঠামো পুনরায় নির্মাণ করে পাঠদান পরিবেশ পুনঃস্থাপনের পূর্বে বিকল্প কোন ব্যবস্থায় অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণসহ পাঠ দান পরিবেশ পুনঃস্থাপনের কোন কাঠামোগত ব্যবস্থা, নীতিমালা বা অর্থের সংস্থান তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) কর্মসূচির প্রণয়নের পূর্বে ছিল না।

এসকল বাস্তব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে "Education in Emergency" শীর্ষক একটি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তসহ এ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় কোন ধরনের কার্যক্রম প্রাকৃতিক বা মানব দুর্যোগ বলে বিবেচিত হবে এবং কিভাবে এ অর্থ ব্যয় করা হবে বা কোন প্রক্রিয়ায় এ সব কাজের অনুমোদন প্রদান করা হবে সে বিষয়গুলো এ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে। এ নীতিমালার আলোকে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, রাষ্ট্রীয় জরুরী পরিস্থিতে বিদ্যালয় অবকাঠামো ব্যবহৃত হওয়ার প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিকল্প ব্যবস্থায় অস্থায়ীভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখার জন্য পিইডিপি-৩'র Education in Emergency কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন তথা অস্থায়ী টিনেসেড ভবন নির্মাণ/বিদ্যামান ভবন ও ভবন সংশ্লিষ্ট অংশ মেরামত/সংস্কার/পুনঃনির্মাণ, বিশুদ্ধ

মোঃ ডালিম হাবিবুর রহমান
সহকারী প্রধান
প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাবার পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল পুনঃস্থাপন/মেরামত, স্যানিটারি ল্যট্রিন মেরামত, বিদ্যালয়ের পাঠদান পরিবেশ পুনরায় সৃষ্টিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণসহ মেরামত ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

(ক) <u>যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যালয়/বিভিন্ন শিক্ষা কার্যালয় **Education in Emergency** খাতের বরাদ্দ প্রাপ্তির যোগ্য হবেঃ</u>

(১) নদী ভাঙ্গন বা উপকূলীয় ভাঙ্গনে বিলীন বা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও ব্যবহার অনুপযোগী হলে;

(২) ঘূর্ণিঝড়, টর্নোডো, সুনামি বা অনুরূপ কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যবহার অনুপযোগী হলে;

(৩) বন্যা, প্লাবন বা জলোচ্ছাস, জলাবদ্ধতার কারণে বিদ্যালয়/প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভবন/ভবন সংশ্লিষ্ট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যবহার অনুপযোগী হলে;

(৪) ভুমিকম্প, ভুমিধস বা মাটি কোন কারণে দেবে যাওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়/প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়/প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবন/ভবন সংশ্লিষ্ট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যবহার অনুপযোগী হলে;

(৫) প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অপ্রত্যাশিত কোন কারণে বিদ্যালয়ের প্রবেশ পথ পানিতে নিমজ্জিত বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত বাধাগ্রস্ত হলে;

(৬) আকস্মিক দুর্যোগ যেমন হঠাৎ বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট বা সন্নিবেশিত কোন ভবনে বা ঘরে আগুন লাগার কারণে বিদ্যালয় গৃহ আগুনে পুড়ে গেলে;

(৭) সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অন্য যে কোন অস্থিরতার কারণে বিদ্যালয় গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে;

(৮) অতি জরাজীর্ণ এবং বিদ্যালয় গৃহ ঝুকিপূর্ণ হওয়ার কারণে ভবনটি ব্যবহার অনুপযোগী হলে এবং পাঠদানের বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকলে(প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৩/২০১০ তারিখের স্মারক নং প্রাগম/উন্নয়ন-২/৭-৪/২০০৮/৪০০ অফিস আদেশের আলোকে গঠিত কমিটির মাধ্যমে বিদ্যালয় ভবন ব্যবহার অনুপযোগী/পরিত্যক্ত ঘোষণা হতে হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলজিইডির বা অন্য কোন প্রকৌশল অধিদপ্তরের কারিগরি প্রতিবেদন থাকতে হবে);

(৯) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগোত্তর সময়ে বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার প্রয়োজন হলে;

(১০) প্রাকৃতিক যে কোন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সচল রাখা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত ও সংস্কার এবং ট্রানজিশনাল স্কুল নির্মাণের প্রয়োজন হলে;

(১১) মানব সৃষ্ট কোন কারণে কিংবা অন্য যে কোনে অস্থিরতার কারনে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে পাঠদান কার্যক্রম সচল রাখার গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত ও সংস্কার এবং ট্রানজিশনাল স্কুল নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হলে (এ ক্ষেত্রে বিষয়টি নিকটস্থ থানায় জিডি/কেইস দাখিলকরতঃ এর ডকুমেন্ট প্রদান করতে হবে);

(১২) সরকারের (অন্য কোন মন্ত্রণালয় কর্তৃক) কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কারণে কোন বিদ্যালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সম্পূর্ন বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং অন্য কোন খাত হতে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের তাৎক্ষণিক কোন সুযোগ না থাকলে সেক্ষেত্রে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত ও সংস্কার করার জন্য এ খাত হতে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে;

মোঃ জালাল হাবিবুর রহমান
সহকারী প্রধান
প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(১৩) বন্যা বা এধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হলে ব্যবহারের পরপরই পাঠ দান চালু করার জন্য ছোট খাট মেরামত বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এ খাত হতে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে (এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যালয়টি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ঘোষণা করা হয়েছে এরুপ অনুমোদন থাকতে হবে);

(খ) <u>নির্মাণ/মেরামত পদ্ধতি :</u>

(১) উপরোক্ত ক অনুচ্ছেদের ১-১৩ নং উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কারণে বিদ্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যালয়/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্থ হলেই কেবল পিইডিপি-৩ এর আওতায় Education in Emergency-খাত হতে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) Education in Emergency খাতের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো validation, অনুমোদন ও মনিটরিংয়ের জন্য পিইডিপি-৩ এর শ্রেণীকক্ষ ও ওয়াশব্লক নির্মাণ সংক্রান্ত live list Software-এ একটি মডিউল সংযুক্ত করতে হবে। সফট্ওয়্যারের এ মডিউলের মাধ্যমে সকল প্রস্তাব মাঠ পর্যায় হতে validation হলে সে অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হবে।

(৩) সফট্ওয়্যার তৈরির পূর্ব পর্যন্ত যে সকল কার্যক্রম Education in Emergency খাতের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায় হতে প্রস্তাব পাওয়া যাবে তা অনুমোদনের সিলিং অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

(৪) পিইডিপি-৩ এর Education in Emergency খাতের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.০০ লক্ষ টাকা মধ্যে হলে তা মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ৩.০০ লক্ষ টাকা উর্দ্ধে হলে তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(৫) এ খাতের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত সকল প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য আবশ্যিকভাবে বিস্তারিত ব্যয় প্রাক্কলন প্রদান করতে হবে।

(৬) টিউবওয়েল ও স্যানিটেশন কাজ ব্যতিত ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের অস্থায়ী ভবন নির্মাণ বা বিদ্যমান ভবনের পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সেক্ষেত্রে সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক তা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে করা হবে। ৩.০০ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

(৭) Education in Emergency খাতের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কোন শিক্ষা কার্যালয়/প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ কার্যালয়/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সহায়তায় যৌথভাবে এসব কাজের ব্যয় প্রাক্কলন করে কারিগরি প্রতিবেদনসহ অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে। এ কার্যক্রমটি ব্যয় নির্বিশেষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

(৮) কোন বিদ্যালয় নদীতে বিলীন বা অন্যকোন কারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পূর্ন ব্যবহার অনুপযোগী বা পরিত্যাক্ত ঘোষণা বা রাষ্ট্রীয় কোন কারণে সম্পূর্ন অধিগ্রহণ হয়ে থাকলে সেখানে Education in Emergency খাতের আওতায় কেবল অস্থায়ীভিত্তিতে টিনসেড ভবন নির্মাণ করে পাঠদান কার্যক্রম চলমান রাখা যাবে তবে কোন পাঁকা ভবন নির্মাণ করা যাবে না। পাঁকা

মোঃ জালাল হাবিবুর রহমান
সহকারী প্রধান
প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভবনের/শ্রেণীকক্ষের জন্য পিইডিপি-৩ এর আওতায় শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের live list Software-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৯) নদীগর্ভে বিলীন/ সম্পূর্ন অধিগ্রহণকৃত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিত্যাক্ত ঘোষণাকৃত কোন বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের অনুমোদন পিইডিপি-৩ এর কম্প্রিহেনসিভ তালিকায় ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকালে সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেখানে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গ্রহণ করবে।

(১০) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর আওতায় Education in Emergency (EIE) খাতে বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের অস্থায়ী ভবন নির্মাণ বা বিদ্যমান ভবনের পুন:নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার, টিউবওয়েল স্থাপন এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণ বা নির্মাণ করা যাবে;

(১১) মাঠ প্রশাসনের লিখিত অনুমোদনক্রমে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়গুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের পরপর পাঠদান কার্যক্রম চালু করার জন্য ছোট খাট মেরামতসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন হলে তার জন্য এককালীন সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা যাবে। এ কার্যক্রমটি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

(১২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী জন্য অর্থ ছাড় এবং কাজের কার্যাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জারী করবে এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করবে।

(১৩) Education in Emergency খাতের আওতায় নদী ভাংঙ্গনের জন্য বিলীন বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ করতে হলে নিরাপদ জায়গায় অস্থায়ী ভবন নির্মাণ করতে হবে। নদী ভাংগন কবলিত এলাকা হলে কিংবা পুনরায় নদী ভাঙ্গনের সম্ভাবনা থাকলে Shiftable ডিজাইনে স্কুল নির্মাণ করতে হবে।

(১৪) বিদ্যমান যে সব নীতিমালার ভিত্তিতে কিংবা সময় সময়ে জারীকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ/বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হবে সেসব নীতিমালাও Education in Emergency খাতের আওতায় বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজন্য হবে।

(১৫) Education in Emergency (EIE) খাতের আওতায় টয়লেট/ওয়াশব্লক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং টিউবওয়েল স্থাপন/মেরামতের কাজ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য প্রতিটি টিউবয়েলের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা এবং স্যানিটেশনের পুনঃস্থাপন/অস্থায়ী ব্যবস্থা/মেরামত করার জন্য সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা যাবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের লিখিত নির্দেশনার আলোকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসব কাজের ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য ডিপিইতে প্রেরণ করবে।

(১৬) Education in Emergency (EIE) কার্যক্রমে ইউনিসেফের প্রদত্ত প্যারালাল ফান্ডের মাধ্যমেও স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়সমূহের পাঠদান অব্যাহত রাখার জন্য অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করা যাবে এবং তা সম্পূর্নভাবে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) কর্তৃক বাস্তাবয়িত হবে এবং এ জন্য ব্যয়ের নং ক্রমিকে উল্লিখিত ব্যয়ের উর্দ্ধসীমা প্রযোজ্য হবে না।

মোঃ জালাল হাবিবুর রহমান
সহকারী প্রধান
প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(গ) বিবিধঃ

(১) এ নীতিমালার আলোকে কোন ভবন ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণা করতে হলে কিংবা ভবন নদী ভাঙ্গানের কবলে পড়লে তা যদি রক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৩/২০১০ তারিখের অফিস আদেশের (স্মারক নং প্রাগম/উন্নয়ন-২/৭-৪/২০০৮/৪০০) আলোকে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণা ও মূল্য নির্ধারণ করতঃ মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৩/২০১০ তারিখের অফিস আদেশের (স্মারক নং প্রাগম/উন্নয়ন-২/৭-৪/২০০৮/৩৯৯) আলোকে গঠিত নিলাম কমিটির মাধ্যমে তা নিস্পত্তি করতে হবে এবং সরকারি কোষাগারে এ অর্থ জমা করতে হবে।

(২) এ নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদের কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা মন্ত্রণালয় প্রদান করবে।

(৩) এ নীতিমালার যে কোন পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন করার বিষয়টি এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর এখতিয়ারভুক্ত হবে।

মোঃ জালাল... রহমান
সহকারী প্রধান
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার